R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ.
৩২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই পৌষ বুধবার, ১৩৯১ সাল
১৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲সডাক

জঙ্গিপুরের সর্ব্বত্র নির্বিঘ্নে ভোট পড়েছে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : সোমবার জঙ্গিপুর মহকুমার সর্ব্বত্র ৮ম লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণপর্ব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। বিভিন্ন বুথের কোথাও ভোট পড়েছে ৭০ শতাংশ কোথাওবা ৮০ শতাংশ। হাজার ভোটার প্রতি ১টি করে বুথ থাকায় বেশীর ভাগ বুথেই ভোটাররা ভোট দিয়েছেন ধীরে সুস্থে এবং শান্তিতে। দু-চারটি জায়গায় জাল ভোট, বুথের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার ইত্যাদি ঘটনা কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও কোনো ক্ষেত্রেই তা মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। ফরাক্কা থেকে সাগরদীঘির বিস্তীর্ণ এলাকায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে সুন্দর ও শান্ত পরিবেশে ভোট গ্রহণ একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বুথের সামনে একাধিক রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীশিবির ও সমর্থকদের সহাবস্থান দেখা গেছে। কোথাও কোথাও বুথের সামনে ছিল দীর্ঘ লাইন, কোথাওবা বুথগুলি ছিল প্রায় ফাঁকা। এস ডি পিও জানান, এবারের ভোটে কোথাও শান্তি বিঘ্ন হওয়ার খবর নেই। অরঙ্গাবাদে অশান্তি হতে পারে এই আশঙ্কায় সেখানে কয়েকটি এলাকায় কড়া নজর রাখা হয়। রঘুনাথগঞ্জের মজলজনে ৪ জন নাবালক ভোটারকে প্রিজাইডিং অফিসার চ্যালেঞ্জ করলে সেখানে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বয়স সংক্রান্ত ডিক্লারেশনের পর তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ভোট দিতে দেওয়া হয়। এদিকে সরকারী সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে জঙ্গিপুর এস ডি ও অফিস সংলগ্ন মাঠে ভোট গণনার কাজ শুরু হবে। চলবে শনিবার পর্যন্ত। শুক্রবার ফরাক্কা, সুতী এবং জঙ্গিপুর বিধানসভার ভোট গণনা করা হবে। শনিবার গণনা হবে সাগরদীঘি, অরঙ্গাবাদ, নবগ্রাম ও খড়গ্রাম বিধানসভার ভোটগুলি। এবারেও বুথ ভিত্তিক গণনা হবে। ভোটপত্রগুলি ৫০টা বাণ্ডিল করে তা ১৪টা টেবিলে গোণা হবে। ৪টে পর্যন্ত গণনা কেন্দ্রের ভিতর থেকে কাউকে বাইরে বেরোতে দেওয়া হবে না।

সি পি এমের আশা

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় সি পি এম নেতৃত্বের ধারণা, জঙ্গিপুর লোকসভা আসনটিতে তাঁরা এবারও জয়ী হবেন। এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস-ই প্রার্থীর চেয়ে তাঁরা প্রায় হাজার ৫০ ভোট বেশী পাবেন। ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রেই তাঁরা এগিয়ে থাকবেন। তাঁদের মতে, ফরাক্কায় ১৬ হাজার, অরঙ্গাবাদে ৫ হাজার, সুতীতে ৫ হাজার, জঙ্গিপুরে ৫/৬ শো, সাগর-দীঘিতে ৪/৫ হাজার, নবগ্রামে ১২ হাজার এবং খড়গ্রামে ৩ হাজার ভোটে সি পি এম প্রার্থী এগিয়ে থাকবেন। মুরশিদাবাদের অন্য দুটি কেন্দ্রেও তাঁদের ফ্রণ্ট প্রার্থীরা জয়ী হবেন।

কংগ্রেসের আশা

রঘুনাথগঞ্জ : কংগ্রেসীদের আশা জঙ্গিপুর লোকসভা আসনটি এবারে তাঁরা সি পি এমের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবেন। এবং সি পি এমের চেয়ে তাঁরা হাজার তিরিশ ভোটে এগোবেন। ওই দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মহঃ সোহরাবের মতে, ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র নবগ্রাম ছাড়া সর্বত্রই তাঁরা সি পি এমের চেয়ে এগিয়ে যাবেন। তাঁর মতে, ফরাক্কায় এবারে সি পি এমের সঙ্গে সমান সমান থাকবেন। এছাড়া অরঙ্গাবাদে ৫ হাজার, সুতীতে ৫ হাজার জঙ্গিপুরে ১৫ হাজার, সাগরদীঘিতে ২/৩ হাজার এবং খড়গ্রামে প্রায় ৩/৪ হাজার ভোটে তিনি এগিয়ে থাকবেন।

সড়কে ফের ছিনতাই, পুলিশ-সমাজবিরোধী আঁতাতের অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা : 'রঘুনাথগঞ্জ থানার সংলগ্ন ই এলাকার একদল সমাজবিরোধীর গোপন আঁতাত গড়ে উঠেছে এবং এই কারণেই এই এলাকায় একের পর এক চুরি, ছিনতাই ও লুঠপাট ঘটে চলেছে' বলে বিভিন্ন মহল থেকে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সোমবার ভরসন্ধ্যায় আবার রঘুনাথগঞ্জ-সুজাপুর সড়কে একদল ঘরফেরতা পথচারীর গুটিকয় সাইকেল ও মহিলাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার পর রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ নানা বাহানায় ঘটনাস্থলে যেতে যেভাবে বিলম্ব করেছে তা থেকেই পুলিশের সঙ্গে লুঠেরাদের যোগসাজসের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়েছে। উত্তেজিত জনতা দেড় থেকে দু ঘণ্টা থানা ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশকে তারা বার বার বলা সত্ত্বেও ডিউটিরত এস আই ও পুলিশ ঘটনাস্থলে তো যায়ইনি, উল্টে জনতার উদ্দেশ্যে অশালীন মন্তব্য করায় অবস্থা চরমে ওঠে। জনতা দেড় ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ দেখানোর পর পুলিশ নিরুপায় হয়ে ঘটনাস্থলে যায়। লুঠেরাদের ছুরিকাঘাতে আহত ব্যক্তি এক লুঠেরাকে চিনতে পারেন। তিনি থানাতে তার নাম বলা সত্ত্বেও ডিউটিরত পুলিশেরা ঘটনাস্থলে যেতে অযথা বিলম্ব করে। জনতার মতে, পুলিশের সঙ্গে লুঠেরাদের গোপন আঁতাতের ফলেই এমনটি ঘটেছে। উত্তেজিত জনতা শেষে এস ডি ও ত্রিলোচন সিংকে জানালে তবেই তাঁর হস্তক্ষেপে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ পর্যন্ত পুলিশ এ ব্যাপারে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু দলের মূল পাণ্ডাকে ধরতে পারেনি। উদ্ধার করতে পারেনি লুণ্ঠিত (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২৪ ডিসেম্বর সকাল থেকে সন্ধ্যে

মিহির মণ্ডল : ২৪ ডিসেম্বর যেন রাতের আঁধারেই সূর্য্য উঠেছিল। সাত সকালে বাসি মুখে পাড়ায় পাড়ায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বুথ অভিমুখে যাত্রা যেন সে কথায় প্রকাশ করেছে। নির্বা-চনকে কেন্দ্র করে মানুষের এমন আগ্রহ আগে কখনো দেখা যায় নি। এবারে জঙ্গিপুরএর ভোটপর্ব ছিল অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ। জঙ্গিপুরে সাম্প্রদায়িক রব উঠিয়ে কোন দলই তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। এক কথায় বলা যায় অষ্টম লোকসভা নির্বাচন জঙ্গিপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির সৃষ্টি করল।

সাংবাদিকদের গাড়িটি হাইওয়ের উপর দিয়ে উত্তর অভিমুখে ছুটে যাচ্ছিল। দুপাশে সর্ষের হলুদ সোয়েটার, সরবতী আলুর সবুজ গালিচা, হলুদের শুকনো বিবর্ণ পাতায় শীতের শিরশিরে বাতাস বয়ছিল। এই বিস্তীর্ণ শস্যের প্রান্তরে আজ তো কোন চাষীকে দেখা যাচ্ছে না! গাড়িটি হাইওয়ে থেকে অর্জুন-পুরের ছোট রাস্তায় বাঁক নিল। ওখানে দুটি বুথে দেখি মহিলাদের দীর্ঘ লাইন বেলা তখন ১১টা ছুঁইছুঁই। সকাল সকাল ভোট দিয়ে গৃহবধূরা রান্না ঘরে ঢুকবেন তাই এত ব্যস্ততা। দুর্গাপুর ইমামনগরের তিনটি বুথেও দেখি বৃদ্ধ যুবকদের ভোট দেওয়ার আগ্রহ বেশি। একজন বৃদ্ধ ঠাণ্ডাতে কাঁপছেন, বিড়ি টানছেন। ছেলেরা বৃদ্ধকে লাইনের আগে নিয়ে গেল। শুধালাম, এত কষ্ট করে ভোট দিচ্ছেন কেন? বৃদ্ধ হেসে বলল, আমার পোতাদের মঙ্গল হবে ভোট দিলে তাই। জানা গেল ইতিমধ্যেই সেখানে ৫০ ভাগ ভোট পড়ে গেছে। এখানেই দেখা হলো ফরাক্কার এম এল এ (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেরক্স ঘর

২৫ হাজার টাকার দরখাস্ত ফরম (শেষ তাং ৭ জানুয়ারী)
রেলের চাকরি ফরম (শেষ তাং ২০ জানুয়ারী) এখানে পাবেন
যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই পৌষ, বুধবার, ১৩৯১ সাল।

।। জনতার রায় ।।

অষ্টম লোকসভা নির্বাচনে প্রধান ফ্রন্টের যুদ্ধ সমাপ্ত। প্রাক-বড়দিনে এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। কুশলী যোদ্ধ-বৃন্দ এখন ক্লান্ত-ক্লান্ত। যুদ্ধের ফলাফল অচিরকালেই জানা যাইবে। আসাম ও পঞ্জাবে যুদ্ধ-শিবির হয় নাই। এখনও কিছু কিছু অঞ্চলে যুদ্ধ হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন হইবে ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর। আগামী ২৮ জানুয়ারী ভূপাল, অন্ধ্র-প্রদেশের শ্রীকাকুলাম, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ উত্তর ও উত্তর প্রদেশের চেল কেন্দ্রে নির্বাচন হইবে এবং জম্মু-কাশ্মীরের লাদাখ ও হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি কেন্দ্রের কিছু স্থানে প্রবল শীতের জন্য নির্বাচন হইবে আগামী জুন মাসে। লোকসভার ৫১০টি আসনের মধ্যে যে দল ২৫৬টি আসন দখল করিতে পারিবে, কেন্দ্রীয় সরকার-দুর্গ তাহার অধিকারে আসিবে।

বিজয়লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ এবং কেন্দ্র শাসিত দিল্লী—হিন্দীভাষী এই অঞ্চলগুলির ২২৫টি আসনের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ভারতের কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র এবং কর্ণাটক রাজ্যগুলিতে পূর্ব নির্বাচনে কেন্দ্রীয় শাসকদল ফল ভাল করিলেও এবারে কী হইবে, তাহা এখনও বলা যাইবে না। পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়।

কংগ্রেস (ই) দলের এতদিনের প্রধান স্তম্ভ আজ অনুপস্থিত। দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম এবারে বিরোধী দলগুলিকে সমর্থন করিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। শিখদের পক্ষ হইতে হয়ত কংগ্রেস (ই) বিরোধিতা চলিতে পারে। সুতরাং কংগ্রেস (ই)-কে এই নির্বাচনে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তবে বিরোধী দলগুলির ভাবমূর্তি, সারাভারতে উজ্জ্বল নয়। এককভাবে কোন বিরোধী দল প্রবল নহে। আর কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ধুয়াতে ভোটাররা মুগ্ধ হইয়াছেন, এমত মনে হয় না।

২৪ তারিখের নির্বচন দিনটি এই মহকুমায় শান্তিপূর্ণ ছিল। অবশ্য জেলাওয়ারী হিসাবে দেখা যায় যে, বহরমপুর কেন্দ্রের দুইটি বুথে আগামী বৃহস্পতিবার পুনরায় ভোট লওয়া হইবে। এই মহকুমায় কংগ্রেস (ই) ও সি পি এম দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। অন্যান্য দলের মধ্যে বি জে পি, এস ইউ সি ও মুসলিম লীগ যে ভোট টানিয়াছে, অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে যে ভোট পড়িয়াছে, তাহার একটি মোটা অংশ হয় কংগ্রেস (ই), নতুবা সি পি এম পাইতে পারিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। মোট কথা, ভোট যজ্ঞের কাজ শেষ; যজ্ঞের ফললাভের জন্য দল ও নির্দল প্রার্থীরা এখন অপেক্ষমাণ। জনতা অর্থাৎ জনগণের রায় শিরোধার্য করিয়া রচিত হইবে আগামী দিনগুলির কর্মসূচী। গত লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রের আসন সি পি এম দল লাভ করিয়াছিল। এবারে জনগণ কাহাকে আনুকূল্য প্রদান করিলেন, ইহাই প্রশ্ন।

ভোট না ভেট

দুর্ম্মুখ

দাদাঠাকুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভোটের যে সারমর্ম লক্ষ্য করেছিলেন তা তাঁর বহু লেখার মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। সেরূপ একটি রচনা নিম্নে উল্লেখ করলাম। "দেশে দেশের হিতের জন্য স্বার্থত্যাগী পুরুষের অভাব নাই। জনগণ স্ব স্ব ইচ্ছামত সেই সকল মহাপুরুষদের মধ্যে উপযুক্ত লোক বাছাই করিবার জন্য স্ব স্ব মত (ভোট) দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বল দেখি তোমাদের এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছ কি? না এই মত প্রকাশের সময় বাকী খাজনা, জমি উচ্ছেদ, বন্ধু বিচ্ছেদ ও ব্রহ্ম শাপের ভয় করিয়া ভোট দিয়া থাক? আমার তো মনে হয় তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ ভোটদাতাগণই উপরোক্ত ভয়ে ভীত হইয়া ভোট প্রদান করিয়া থাকে। যদি প্রাপ্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ না হও তবে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা বলিয়া এত হাঁপাও কেন?

*

কর্মকর্তা নিয়োগ লইয়া দেশময় সংগোল পড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে, পালেপালে অবৈতনিক পদপ্রার্থীগণ, নিজেরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। আত্মীয় স্বজনকে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘর্মাক্ত কলেবরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভোটের সংগ্রহের জন্য ঘুরিতে বাধ্য করিতেছে। কেহ কেহ আবার বেতন দিয়া ক্যানভাসারও নিযুক্ত করিয়াছে, কেহ কেহ আবার স্বজাতি ভোটারগণের সহিত স্বীয় অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের কুটুম্বিতার কথা স্মরণ করাইয়া পরম আত্মীয় সাজিতেছে। কোন কোন ভোট ভিখারী হয়ত ভোটারের শ্বশুরের, মামার, ভগ্নীপতির, সম্বন্ধীর বা জামায়ের কেলাস ফ্রেণ্ড সাজিয়া ভোট দাবী করিতেছে। কেহ বা কোন বড়লোকের নিকট স্বীয় মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া তদীয় ভক্তগণের উপর প্রভাব বিস্তার করাইতে "দেহী পদ পল্লব মুদারম" বলিয়া জয়দেবী শ্লোকের আবৃত্তি করতেছে। কেহ কেহ বা ভোটারের উত্তমর্ণের দ্বারা তাহাকে অনুরোধ করাইতে প্রয়াস পাইতেছে। কেহ বা এই ভোট সংগ্রামের ক্ষেত্রে সোডা, লেমনেড, পান, সিগারেট ও মিষ্টান্নের ভাণ্ডার খুলিবার ও জয়লাভ করিলে ভোটারদিগকে পাঁঠা পোলাও খাওয়াইবার প্রলোভন দিতেছে। এইরূপে ভোট ভিখারীগণ নানা প্রকারে ভোট দাতাগণের ভোট পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় যে ভোটার স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন তিনিই মানুষ। আর যিনি স্বাধীন মত প্রকাশে অক্ষম হইবেন তাহাকে মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করি না।

ভোট সংগ্রহ মানে কি জান? আমাকে উপযুক্ত বল, আমাকে উপযুক্ত বল বলিয়া সাধারণকে অনুরোধ করা মাত্র। আরে ভাই, যার যোগ্যতা থাকে সেকি এইরূপ যোগ্য হইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরে? লোকে যোগ্য লোককে আপনা হইতেই যোগ্য বলিয়া স্বীকার করে।

আর ভোট প্রার্থী ভায়ারা, তোমরাও আমার উপর চটিও না। আর চটিবেই বা কেন? যাহারা দেশের জন্য স্বীয় কর্মের ক্ষতি সহ্য করিতে পারে, তাহারা একজনের দুটো কথা সহ্য করিতে পারে না কি? যদি কথা সহ্য করিতে না পার তবে ভোট ভিক্ষা করিবার সময় লাঞ্ছনা সহিবে কি করিয়া?

*

আমার কথায় ভোট ভিক্ষা ছাড়িবে না জানি, তবুও গাঁ য়ে মানে না আপনি মোড়লের মত একটু সর্দারি করিতেছি। যদি দেশের কাজে স্বার্থ ত্যাগের বাসনা থাকে তবে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কি বোর্ডের সভ্য হওয়া ভিন্ন অন্য কোন পন্থা নাই? এই যে দেশের লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে অন্ততঃ আধসের চাউলের স্বার্থত্যাগ করিয়া কাহারও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার প্রবৃত্তি কোনও দিন তোমার হইয়াছে কি? শতশত নিরাশ্রয় রোগী শুশ্রূষা অভাবে প্রাণ হারাইতেছে, কাহারও মুখের কাছে এক গ্লাস জল আগাইয়া দিয়া তাহার কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করিয়াছ কি? পাড়াপ্রতিবেশীর মৃতদেহ গঙ্গা তীরে লইয়া যাইবার সময় গামছা ঘাড়ে করিয়া কখনও অগ্রগামী হইয়াছ কি? বোধ হয় অনেকেরই এই সকল প্রবৃত্তি হয় না, কেন হয় না? বোধ হয় এই সমস্ত কর্মে স্বার্থত্যাগ করিলে গেজেটে নাম প্রকাশ হইবে না বলিয়া?

তবে বলিতে হইবে তোমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে রাজী? আর সভ্য হইতে পারিলে সম্মান ও অর্থ দুই ইলাভ হয়। আহারের লোভে অনাহারী নাম গ্রহণ করো। যতদিন এই স্বার্থপূর্ণ স্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তি থাকিবে ততদিন দেশের মঙ্গল নাই। উপযুক্ত লোক ভোট না পাইয়া বিফল মনোরথ হইবে। আর একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তি অসদুপায়ে ভেট দিয়া বুজরুকি করিয়া ভোট পাইয়া শাসন কর্তৃত্বের আসনে বসিবে। বলিহারি দেশ, বলিহারি দশ, বলিহারি স্বার্থত্যাগ।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৩
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে
সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের
বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান
অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র
সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে
সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAY/WBSEB and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender document for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for the work either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 27. 12. 84 to 19. 1. 85 from 9 00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of work	Aprox. value Completion period (in lakhs)	E M. D./ Cost of paper (in Rs.)	Date & time of opening
1.	Design, supply, Installation, testing & commissioning of 3 nos iron removal plant each 20,000 GPH capacity in permanent township and one on each in Field hostel and C.I.S.F. Complex of 10,000 GPH capacity. N. I. T. FS : 42 : CS : 256/T-85/84.	— 1 year	25,000/- 100/-	21.1.85 at II a. m.
2.	Design. supply, Installation & commissioning of I no of O. I. mgd sewage treatment plant at plant site of FSTPP. N. I. T. FS : 42 : CS : 777/T-86/84	— 1 year	10,000/- 50/-	21.1.85 at 11 a. m.
3.	Sewage system at plant site of F. S. T. P. P. N. I. T FS : 42 : CS : 740/T-87/84	12·5 6 months	25,000/- 100/-	21.1.85 at 11 a. m.
4.	Earth filling within the area of MGR workshop complex of F S. T. P. P. N. I. T. FS : 42 CS : 783/T-88/84.	12 4 months	24,000/- 100/-	22.1.85 at 11 a. m,
5.	Extension of Nursery school building at ty. township of F. S. T. P. P. N. I. T, FS : 42 : CS : 555/T-89/84.	3 4 months	6 000/- 50/-	22.1.85 at 11 a. m.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions.
3. Tender received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of......................enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
4. N. T. P. C. takes no responsibilities for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
(N. T. P. C.)
P. O. Nabarun, Dt. Murshidabad : West Bengal
Pin—742236

সকাল থেকে সন্ধ্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর) আবুল হাসনাতের সঙ্গে। গাড়িতে ঘুরছেন। তিনিই জানালেন ফরাক্কাতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট পোল হচ্ছে। কোথাও বিন্দুমাত্র অশান্তির খবর নেই তার কাছে। জাফরগঞ্জ, বিন্দুগ্রাম পদ্মারধার লাগোয়া আম লীচুর বাগান ঘেরা এইসব গ্রামগুলিতে ভোট পর্ব দেখে মনে হলো যেন মেলা বসেছে। সাময়িকভাবে গজিয়ে উঠেছে তেলেভাজা, পাঁপড়, ঝুড়ি, জিলিপির দোকান। ভোটারদের নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে হয় এরা যথার্থ অর্থে রাজনীতি সচেতন এবং নাগরিকত্বের অধিকার সম্বন্ধে আরো বেশী সজাগ। ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনীতে সাংবাদিকদের গাড়িটা ঢুকতেই জনৈক কংগ্রেসএর মহিলা কর্মী অভিযোগ করলেন, সি পি এমের মেয়েরা বুথে ঢুকে যাচ্ছে। ওদিক থেকে পাল্টা জবাব এলো কংগ্রেসের মেয়েরা ভোটারদের 'হাত' দেখাচ্ছে। দেখলাম শিক্ষিত এলাকায় ভোটাররা যেন একটু বেশী হারে গম্ভীর প্রকৃতির। সহজ সরলভাবে কথা বলতেও এদের একটু দ্বিধা।

গাড়ী ঘুরে ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের ছুটি বুথে এলো যখন তখন পায়ের নীচে ছায়া। ধুলিয়ানে ভোটারদের একটা বড় অংশ জুড়ে মারোয়ারী ব্যবসায়ীরা। হক সাহেবের নিষ্ক্রিয়তা সেখানে তেমন কোন প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হল না। ব্যতিক্রম নিমতিতা অংঙ্গাবাদে। সেখানে মানুষদের সাথে কথা বলে জানলাম—লুৎফল হক সাহেবের প্রতি অনেক যথার্থ শ্রদ্ধার কথা। তাঁর নিষ্ক্রিয়তার জন্য অনেক ভোটার রাজ্যস্তরের কংগ্রেস নেতাদের নামে কঠোর সমালোচনা করতে লাগলেন। বুঝলাম হকের বিরোধীতায় কংগ্রেস সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত।

বেলা আড়াইটার সময় মঙ্গলজন বুথে দেখি পুরুষদের দীর্ঘ লাইন, সকালে ছিল মহিলাদের। প্রেজাইডিং অফিসার জানালেন, নাবালক সন্দেহে চারজন ভোটার এর কাছ থেকে ডিক্লারেসন নিয়ে তবেই তাদের ভোট দিতে দিয়েছেন। বুথের পিছন দিকে দেখলাম জনকয় যুবক আঙ্গুলের ডগায় চুন দিচ্ছে। চেষ্টা চলছে হাতের কালি ওঠাবার। এখানে শুধু দেখলাম কংগ্রেসের এজেন্ট। মহঃ সোহরাবের বাড়ি এই মঙ্গলজনেই। সেদিক থেকে দেখলে সোহরাব ভাগ্যবান।

বেলা চারটের সময় সাগরদীঘি পৌছালাম। চারটি বুথের মধ্যে তিনটি বুথে ভোট গ্রহণ শেষ। একটিতে ৯৩০ এর মধ্যে ৭৩৫, ও অন্যটিতে ১১৪৩-র মধ্যে ৯১২ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। একটি বুথে ভোটাররা হলুদ টোকন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্কুল প্রাঙ্গণে দিনের ছায়া এসে হিমেল বাতাস দিচ্ছে সেই সকাল বেলাটার মতো। ভোটাররা চাদর জড়াচ্ছেন গায়ে।

মনিগ্রামে রাস্তার ধারে দেখি এক দঙ্গল নেতার আড্ডা। তাদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা চলছে জেতাহারার। দূরের গাঁয়ের খবর আসছে প্রতিমুহূর্তেই। ধীরে ধীরে ডুবল। সূর্য্যও।

আমরাও ফেরার পথে পা বাড়ালাম।

সড়কে ফের ছিনতাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সামগ্রীর কিছুই। লুঠেরাদের মূল পাণ্ডা হিসেবে জনৈক স্কুকু সেখের নাম করা হয়েছে। এই স্কুকু থানার সোর্স হিসেবে এই এলাকায় চিহ্নিত। সুজাপুর এলাকায় তার যথেচ্ছ কার্য্যকলাপ সত্ত্বেও পুলিশ তাই তার বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নিত না বলে ওই এলাকার অধিবাসীদের অভিযোগ। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের ব্যর্থতা ও অকর্মণ্যতার যে ভূরিভূরি নজীর সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে এককথায় তা রীতিমত রহস্য ও সন্দেহজনক। মাত্র দু সপ্তাহ আগে রঘুনাথগঞ্জ শহরে ৫টি সোনার দোকানে চুরি, গত ১৭ নভেম্বর ২৩ হাজার টাকা ছিনতাই প্রভৃতি ঘটনা এই রহস্যকে আরো ঘনীভূত করেছে। স্থানীয় মানুষের মনে এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, সমাজবিরোধীদের সঙ্গে গোপন আঁতাত রেখে থানার কিছু পুলিশ অফিসারই এসবের পিছনে ইন্ধন দিচ্ছেন। সংবাদপত্রগুলিতে বারবার রঘুনাথগঞ্জ থানার এই ব্যর্থতা, দুর্নীতি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত সহযোগে উত্থাপিত করা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে কোনো রকম ব্যবস্থা না নেওয়ায় সহরময় একটা চাপা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নাগরিক পর্যায়ে একটা জরুরী সভা ডেকে স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বুধবার রাত্রে এস পি স্বদেশ সরকার জানান, সুজাপুর এলাকায় জনসাধারণের দাবীমত পুলিশ ক্যাম্প বসানো হচ্ছে। তারা স্কুকুকে খুঁজছেন।

বাড়ী বিক্রয়

বাবুবাজার বারুইপাড়ার অন্তর্গত ওয়ার্ড ৩ হোল্ডিং নং ৭৬৫/৯৩০ বাড়িটি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

কুমারী কস্তুরী সাহা

(বারুইপাড়া বাবুবাজার, জঙ্গিপুর

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক :—

এম, এল, মুন্দ্রা

পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ

(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পাশে)

হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

ফোন : ১১৫

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া

রঘুনাথগঞ্জ

C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা

ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড

মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।